হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে
মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর **প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা** কর্তৃক প্রদত্ত

বাণী

আজ অমর **একুশে ফেব্রুয়ারি**। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তীব্র আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিনতি ঘটে। বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ।

আজকের এই মহান দিবসে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সালাম, রফিক, শফিক, জব্বার ও বরকতসহ সে সকল ভাষা শহিদদের যাঁরা ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পুলিশের বুলেটে আত্মদান করেছিলেন। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই জীবিত ও প্রয়াত ভাষা সৈনিকদের যাঁরা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় আন্দোলন, সংগ্রাম ও কারাবরণ করেছিলেন এবং আজও যাঁরা বাংলাভাষার উৎকর্ষতার জন্য বিভিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছেন।

১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সংস্কৃতি ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষেদের প্রথম অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবী উঠে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর কণ্ঠে "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" উচ্চারিত হলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয় **"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"** স্লোগানে। **রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম** পরিষদের মাধ্যমে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে যা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত রূপ নেয়। পরিশেষে, ছাত্র-জনতার বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমরা পাই **বাংলা** ভাষার স্বীকৃতি।

আমাদের জাতীয় চেতনা ও ঐতিহ্য বিকাশে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য অপরিসীম। একুশে ফেব্রুয়ারি একদিকে যেমন শোক ও বেদনার- অন্যদিকে তেমনি শক্তি ও প্রেরণার উৎস। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। ভাষা আন্দোলন আমাদের অন্তরে যে চেতনা ও শক্তি যুগিয়েছিল তা-ই পরবর্তীতে প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামকে বেগবান করে তোলে। যার চূড়ান্ত রূপ হিসেবে ৭১'র স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি **স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ**।

তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরশাসক কর্তৃক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ছাত্র-জনতা যেভাবে নিজেদের জীবন বাজি রেখে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল- তেমনি, **বৈষম্য বিলোপ ও ন্যায্য অধিকার** আদায়ে **ছাত্র-জনতা ৫২'র চেতনায়** উজ্জীবিত হয়ে শহিদ আবু সাঈদ, মুগ্ধ ও রাহুলসহ শত শত তরতাজা শিশু-কিশোর, ছাত্র-যুবক-শ্রমিক নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে ছিনিয়ে আনেন ২৪'র জুলাই-আগস্ট এ আমাদের **"দ্বিতীয় স্বাধীনতা।"**

তাই, এ মহান দিবসে সকলের প্রতি আমার আন্তরিক আহ্বান আসুন- একুশ, একাত্তর ও চব্বিশের শহিদদের আদর্শ ও চেতনাকে বুকে ধারণ করে আভ্যন্তরিন ও বৈশ্বিক নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বৈষম্যহীন সমাজ, গণতান্ত্রিক, কল্যাণকর, আত্মমর্যাদাশীল, সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যক্তিস্বার্থ এবং সংঘাত পরিহার করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি। পাশাপাশি, বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে আমরা সর্বদা সজাগ ও সচেষ্ট থাকি। মাতৃভাষা দিবসে এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার ও ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

মো: এনামউল্যা

তারিখ: ০৮ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

(প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা)
ভাইস-চ্যান্সেলর